Global Storybooks

globalstorybooks.net

মাগোজওয়ে

✎ Lesley Koyi
Wiehan de Jager
Asma Afreen

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

মাগোজওয়ে

Lesley Koyi
Wiehan de Jager
Asma Afreen
5
বাংলা bn

নাইরোবির ব্যস্ত নগরীতে, স্নেহপরায়ন জীবন থেকে বহু দূরে, একদল গৃহহীন বালক বাস করত। তারা সবসময় নতুন দিনকে স্বাগত জানাত। এক সকালে, ছেলেগুলো ঠাণ্ডা ফুটপাথে ঘুমানোর পর মাদুর ভাঁজ করছিল। ঠাণ্ডা দূর করার জন্য, তারা আবর্জনা দিয়ে আগুণ জ্বালাল। মাগোজওয়ে ছিল এই দলের একজন। সে সবার ছোট ছিল।

মাগোজওয়ের বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন তার বাবা-মা মারা যায়। সে তার চাচার সাথে থাকার জন্য চলে গেল। এই লোকটি বাচ্চাটির কোনও খেয়াল রাখতেন না। তিনি মাগোজওয়েকে পর্যাপ্ত খাবার দিতেন না। তিনি ছেলেটিকে দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করাতেন।

যদি মাগোজওয়ে কোনও নালিশ অথবা প্রশ্ন করত, তার চাচা তাকে মারধর করত। যখন মাগোজওয়ে জিজ্ঞাসা করল যে সে স্কুলে যেতে পারবে কিনা, তখন তার চাচা তাকে মারল আর বলল, “তোর মত মূর্খ কিছু শিখতে পারবেনা।” এই ব্যবহারের তিন বছর পর, মাগোজওয়ে তার চাচার কাছ থেকে পালিয়ে গেল। সে রাস্তায় বাস করা শুরু করে দিল।

মাগোজওয়ে সবুজ ছাদওয়ালা বাড়িটির উঠোনে বসে স্কুলের একটি গল্পের বই পড়ছিল। তখন থমাস এসে তার পাশে বসল। “এই গল্পটি কি নিয়ে?” থমাস জিজ্ঞাসা করলেন। “এটি একজন বালক সম্পর্কে যে একজন শিক্ষক হয়,” মাগোজওয়ে উত্তর দিল। “বালকটির নাম কি?” থমাস জিজ্ঞাসা করলেন। “তার নাম মাগোজওয়ে,” মাগোজওয়ে হেসে বলল।

মাগোজওয়ে স্কুলে যাওয়া শুরু করল আর এটি কঠিন ছিল। তার অনেক কিছু শিখা বাকি ছিল। কখনো কখনো সে হার মেনে নিতে চাইত। কিন্তু তখন সে গল্পগুলোর পাইলট এবং ফুটবল খেলোয়াড়ের কথা ভাবত। ঠিক তাদের মত, সে হার মানেনি।

রাস্তার জীবন কঠিন ছিল এবং প্রায় সব ছেলেদের দৈনিক খাদ্য পেতে সংগ্রাম করতে হত। কখনো কখনো তাদের গ্রেফতার করা হত, কখনো কখনো তাদের পেটানো হত। অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের সাহায্য করার কেউ ছিল না। এরা ভিক্ষা করে, এবং প্লাস্টিক ও অন্যান্য পুনঃব্যবহারোপযোগী সামগ্রী বেচে আয় করা অল্প অর্থের উপর নির্ভরশীল ছিল। শহরের বিভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে চাওয়া প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সাথে লড়াইয়ের কারণে জীবন আরও কঠিন হয়ে পড়ত।

একদিন মাগোজওয়ে যখন আবর্জনার মধ্যে খোঁজাখুঁজি করছিল, তখন সে একটি পুরনো ছেঁড়া গল্পের বই পেল। সে এটা থেকে ময়লা পরিষ্কার করল আর তার গাঁটরিতে এটা রাখল। তারপর থেকে সে প্রতিদিন বইটি বের করে ছবিগুলো দেখত। সে কিভাবে শব্দগুলো পড়তে হয় তা জানত না।

আর এই কারণে মাগোজওয়ে সবুজ ছাদওয়ালা বাড়ির একটি ঘরে চলে গেল। সে এই ঘরে আরও দুইজন ছেলের সাথে থাকত। সব মিলিয়ে দশজন বাচ্চা এই বাড়িতে বাস করত। সাথে থাকত সিসি খালা এবং তাঁর স্বামী, তিনটি কুকুর, একটি বিড়াল, আর একটি বুড়ো ছাগল।

সে থমাসকে তার এই ভয়ের কথা জানালেন। কিছু সময় পর, লোকটি ছেলেটিকে আশ্বস্ত করলেন যে নতুন জায়গাতে জীবন আরও ভালোও হতে পারে।

ছবিগুলো একটি বালকের গল্প বর্ণনা করে যে বড় হয়ে একজন পাইলট হতে চায়। মাগোজওয়ে পাইলট হওয়ার স্বপ্ন দেখত। কখনো কখনো সে কল্পনা করত যে সে ওই গল্পের বালক।

মাগোজওয়ে অনেক ঠাণ্ডার মধ্যে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছিল। একজন লোক তার কাছে গেল। “এই যে! আমি থমাস। আমি কাছেই এক জায়গায় কাজ করি যেখানে তুমি খাওয়ার জন্য কিছু পেতে পার,” লোকটি বলল। সে একটি নীল ছাদওয়ালা হলুদ বাড়ির দিকে ইশারা করল। “আশা করি যে তুমি কিছু খাবার পেতে সেখানে যাবে?” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। মাগোজওয়ে লোকটির দিকে আর তারপর বাড়িটির দিকে তাকাল। “হয়তো যাব,” সে বলল, এবং চলে গেল।

মাগোজওয়ে এই নতুন জায়গা এবং স্কুলে যাবার ব্যাপারে চিন্তা করল। কি হবে যদি তার চাচা সঠিক হয় এবং সে সত্যিই কিছু শিখার জন্য নির্বোধ হয়? কি হবে যদি তারা এই নতুন জায়গায় তাকে মারধর করে? সে ভয় পেয়ে গেল। “হয়তো রাস্তায় থাকাই ভাল,” সে ভাবল।

মাগোজওয়ের দশম জন্মদিন কাছে আসলে থমাস তাকে একটি নতুন গল্পের বই উপহার দিলেন। এটি ছিল একজন গ্রামের বালকের গল্প যিনি বড় হয়ে একজন বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় হয়ে ছিলেন। থমাস অনেকবার মাগোজওয়েকে এই গল্পটি পড়ে শুনিয়েছেন, কিন্তু একদিন তিনি বললেন, “আমি মনে করি তোমার এখন স্কুলে যেয়ে পড়তে শিখা উচিত। তুমি কি মনে কর?” থমাস বুঝিয়ে বললেন যে তিনি একটি জায়গা সম্পর্কে জানেন, যেখানে বাচ্চারা থাকতে পারে এবং স্কুলে যেতে পারে।

পরবর্তী মাসগুলোতে গৃহহীন বালকগুলো থমাস কে আশেপাশে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। তিনি মানুষের সাথে কথা বলতে পছন্দ করতেন, বিশেষতঃ রাস্তায় বাস করা মানুষদের সাথে। থমাস মানুষের জীবনের গল্পগুলো শুনতেন। তিনি গম্ভীরভাবে ধৈর্য সহকারে শুনতেন, কখনো অভদ্রতা এবং অসম্মান করতেন না। কয়েকজন বালক হলুদ ও নীল বাড়ীটিতে দুপুরের খাবারের জন্য যেতে শুরু করল।

যখন মাগোজওয়ে ফুটপাথে বসে তার ছবির বইটি দেখছিল, তখন থমাস তার পাশে বসল। “এই গল্পটি কি নিয়ে?” থমাস জিজ্ঞাসা করলেন। “এটি একজন বালক সম্পর্কে যে একজন পাইলট হয়,” মাগোজওয়ে উত্তর দিল। “বালকটির নাম কি?” থমাস জিজ্ঞাসা করলেন। “আমি জানিনা। আমি পড়তে পারিনা।” মাগোজওয়ে শান্তভাবে বলল।

দেখা হবার পর থেকে মাগোজওয়ে থমাস কে নিজের গল্প বলতে শুরু করল। এটি ছিল তার চাচা এবং তার পালিয়ে যাওয়ার গল্প। থমাস বেশি কথা বলতেন না, তিনি মাগোজওয়েকে কি করতে হবে তা বলতেন না, কিন্তু তিনি সবসময় মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কখনো কখনো তারা নীল ছাদওয়ালা বাড়িতে খাবার খাওয়ার সময় কথা বলত।